আজ অমর ফুটবল জাদুকর ম্যারাডোনার জন্মদিন

সংগৃহীত ছবি

ফুটবলের ইতিহাসে এক অদম্য নাম ডিয়েগো আর্মান্ডো ম্যারাডোনা। আজ ৩০ অক্টোবর, সেই অমর ফুটবল জাদুকরের জন্মদিন। ১৯৬০ সালের এই দিনে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আইরেসের দরিদ্র উপশহর ভিয়া ফায়োরিতায় জন্ম নিয়েছিলেন ফুটবলের বিস্ময় বালক, যিনি পরবর্তীতে হয়ে উঠেছিলেন কোটি মানুষের অনুপ্রেরণা ও ভালোবাসার প্রতীক।

মাত্র ১৬ বছর বয়সেই ম্যারাডোনা নিজের অসাধারণ প্রতিভা দিয়ে জাতীয় দলে জায়গা করে নেন। ১৯৭৯ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত যুব বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে শিরোপা এনে দেন এই তরুণ প্রতিভা। সেই আসরে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার "গোল্ডেন বল" জেতেন তিনি। সেই থেকেই বিশ্ব বুঝেছিল—ফুটবল পেতে যাচ্ছে এক অনন্য তারকা, যার নাম উচ্চারিত হবে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে।

১৯৮২ সালে স্পেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলেন ম্যারাডোনা। যদিও সেবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের বিপক্ষে লাল কার্ড দেখে আসর শেষ করতে হয় তাকে। তবে ১৯৮৬ সালের মেক্সিকো বিশ্বকাপে ইতিহাসই বদলে দেন তিনি। তার নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়। সেই বিশ্বকাপে "হ্যান্ড অব গড" ও "গোল অব দ্য সেঞ্চুরি" আজও ফুটবল ভক্তদের হৃদয়ে অমর স্মৃতি হয়ে আছে।

সেই জয়ের পর ম্যারাডোনা ইতালির নাপোলিতে যোগ দেন এবং সেখানকার মানুষের কাছে হয়ে ওঠেন শহরের ত্রাণকর্তা। তার নেতৃত্বে নাপোলি জেতে লিগ ও ইউরোপিয়ান কাপের স্বপ্নের ট্রফি। খেলোয়াড় ম্যারাডোনা যেমন ছিলেন মাঠের শিল্পী, তেমনি মানুষ হিসেবেও ছিলেন মানবিক—সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য নানা উদ্যোগে পাশে দাঁড়িয়েছেন সবসময়। নাপোলির মানুষ আজও তাকে তাদের শহরের দেবতা মনে করে।

তবে গৌরবের পাশাপাশি ম্যারাডোনার জীবনে ছিল বিতর্কের ঝড়ও। ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে আবারও আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে তুললেও ডোপ টেস্টে পজিটিভ হওয়ার পর ১৫ মাসের নিষেধাজ্ঞায় পড়েন তিনি। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপ থেকেও বহিষ্কৃত হন একই কারণে। দুই দশকের আন্তর্জাতিক ও ক্লাব ক্যারিয়ারে তিনি করেছেন ৩৪৬টি গোল—যা তার প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের প্রতীক হয়ে আছে চিরকাল।

২০২০ সালে মাত্র ৬০ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে না-ফেরার দেশে চলে যান এই কিংবদন্তি। সেদিন যেন ফুটবলও কেঁদেছিল। তার মৃত্যুর ঠিক দুই বছর পর লিওনেল মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা আবারও বিশ্বকাপ জেতে, যেন ম্যারাডোনার অসমাপ্ত স্বপ্ন পূরণ হয়।

খেলোয়াড় জীবন শেষে কোচ হিসেবেও দায়িত্ব নিয়েছিলেন ম্যারাডোনা। ২০১০ বিশ্বকাপে মেসিদের কোচ হিসেবে আর্জেন্টিনাকে নেতৃত্ব দেন তিনি। যদিও কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির কাছে পরাজিত হয় দলটি, তবু ফুটবল বিশ্বে অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়েই রয়ে গেছেন তিনি।

বেঁচে থাকলে হয়তো কাতারের সেই বিশ্বজয় দেখে চোখ ভিজিয়ে বলতেন—"এটাই আমার আর্জেন্টিনা, এটাই আমার ভালোবাসা—ফুটবল।"